পেরক্সের প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্ব (Growth Pole Theory of Perroux)

❑ ভূমিকা (Introduction) ঃ

প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বের প্রকৃত প্রবক্তা হলেন ফরাসী অর্থনীতিবিদ **পেরক্স** (Francois Perroux, 1955)। পরবর্তীতে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন **বাউডেভেলি** (Boudeville)। যদিও আরো পরে হেনসেন (Hensen), ফ্রাইডম্যান (Friedman, 1956), গুনার মিরডাল (Gunnar Myrdal, 1957), হার্সম্যান (A.O.Hirschman, 1958) এই তত্ত্বের পরিমার্জন করেন। এই তত্ত্বটি আঞ্চলিক বিকাশের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এটি এক প্রকার অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি তত্ত্ব।

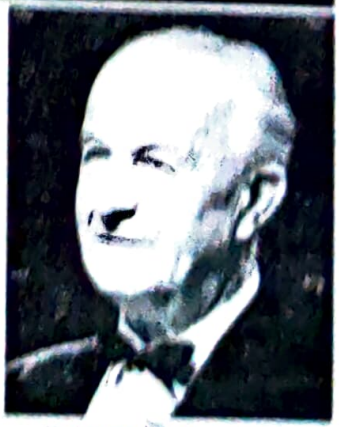

ফ্রানকোইস পেরক্স

> "Growth does not appear everywhere all at once, it appears in points or development poles, with variable intensities and spreads along diverse channels and with varying terminal effects to the whole of the economy". *Parroux*

এটি নানান প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এখানে মনে করা হয় যে, সকল স্থানের একই সঙ্গে উন্নয়ন হয় না। কোনো কোনো স্থানে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা দ্রুত উন্নয়ন হয়ে থাকে। কোনো স্থান যত উন্নতি লাভ করবে অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তার অসাম্য ততই বৃদ্ধি পাবে। ফলে এই সকল প্রবৃদ্ধি মেরুর উপর অন্যান্য স্থানের নির্ভরতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রবৃদ্ধি মেরু ক্রমশ বড় হতে থাকে এবং বহুমুখীন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরে এসকল উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ থেকে নানান দিকে ও বিভিন্ন মাত্রায় উন্নয়নের সুফলসমূহ ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষে সমগ্র অঞ্চলটির উন্নয়ন ঘটে। অর্থাৎ এটি **'Top to bottom'** উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।

❑ প্রবৃদ্ধি মেরুর সংজ্ঞা (Definition of Growth Pole) :

জনস্টন তাঁর 'Dictionary of Human Geography' গ্রন্থে বলেছেন, প্রবৃদ্ধি মেরু হল একটি প্রধান শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক গতিশীল ও অখণ্ড গুচ্ছ শিল্প। প্রবৃদ্ধি মেরু হল দ্রুত বর্ধিষ্ণুক্ষম এবং অর্থনীতির অন্যান্য অংশে অতিরিক্ত আয়বৃদ্ধিজনিত সঞ্চয় বা বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন সৃষ্টিতে সক্ষম। (Growth pole is "a dynamic and highly integrated set of industries organised around a propulsive leading sector or industry. A growth pole is capable of rapid growth and of generating growth through spillover and multiplier effects in the rest of the economy"—***Johnston.***

প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বের প্রবক্তা **পেরক্সের** মতে—প্রবৃদ্ধি মেরু হল একটি অর্থনৈতিক পরিসর যা বিকাশকেন্দ্র বা মেরু হিসাবে কাজ করে এবং যেখান থেকে কেন্দ্রাভিগ শক্তি উদ্ভূত হয় ও যেখানে কেন্দ্রাতিক শক্তি আকর্ষিত হয়।

"...as a field of forces, economic space consists of centres (or poles or foci) from which centrifugal forces emanate and to which centripetal forces are attracted"–***F. Perroux.***

❑ প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বের পূর্বশর্ত (Pre-Condition of Growth Pole Theory) :

এই তত্ত্বে তিনটি পূর্ব শর্তের কথা বলা হয়েছে। যথা—

i) **পরিকল্পিত অঞ্চল :** অঞ্চলটিকে অবশ্যই পরিকল্পিত হতে হবে। যেখানে পরিকল্পনামাফিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করা হবে।

ii) **সম্পদের প্রাচুর্য :** অঞ্চলটিতে জল, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকবে।

iii) **সমগোত্রীয় বস্তুর অবস্থান :** অঞ্চলটিতে অবস্থিত বস্তুসমূহের মধ্যে সমগোত্রীয়তা থাকতে হবে।

❑ প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Growth Pole Theory) :

i) **গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহের অবস্থান :** যে স্থানে শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় উপাদানের প্রাধান্য বেশি সেখানে শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটে এবং একটি শিল্প স্থাপনের সাথে সাথে অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য দেখা দেয়। যেমন—দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের প্রধান শিল্পের পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে।

ii) **কেন্দ্রবিন্দুর অধিক আকর্ষণ ক্ষমতা :** শিল্পের প্রাধান্যের কারণে সেই অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়ন দেখা যায়। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়ে কয়েকটি বিশেষ স্থান বা বিন্দুতে অধিক কেন্দ্রীভূত হয়।

iii) **বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিস্তার প্রবণতা :** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব পরবর্তীতে কেন্দ্রবিন্দু থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এটি নানান প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এখানে মনে করা হয় যে, সকল স্থানের একই সঙ্গে উন্নয়ন হয় না। কোনো কোনো স্থানে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা দ্রুত উন্নয়ন হয়ে থাকে। কোনো স্থান যত উন্নতি লাভ করবে অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তার অসাম্য ততই বৃদ্ধি পাবে। ফলে এই সকল প্রবৃদ্ধি মেরুর উপর অন্যান্য স্থানের নির্ভরতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রবৃদ্ধি মেরু ক্রমশ বড় হতে থাকে এবং বহুমুখীন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরে এসকল উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ থেকে নানান দিকে ও বিভিন্ন মাত্রায় উন্নয়নের সুফলসমূহ ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষে সমগ্র অঞ্চলটির উন্নয়ন ঘটে। অর্থাৎ এটি **'Top to bottom'** উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।

> "Growth does not appear everywhere all at once, it appears in points or development poles, with variable intensities and spreads along diverse channels and with varying terminal effects to the whole of the economy"- *Parroux.*

❑ প্রবৃদ্ধি মেরুর সংজ্ঞা (Definition of Growth Pole) ঃ

জনস্টন তাঁর 'Dictionary of Human Geography' গ্রন্থে বলেছেন, প্রবৃদ্ধি মেরু হল একটি প্রধান শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক গতিশীল ও অখণ্ড গুচ্ছ শিল্প। প্রবৃদ্ধি মেরু হল দ্রুত বর্ধিষ্ণুক্ষম এবং অর্থনীতির অন্যান্য অংশে অতিরিক্ত আয়বৃদ্ধিজনিত সঞ্চয় বা বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন সৃষ্টিতে সক্ষম। (Growth pole is "a dynamic and highly integrated set of industries organised around a propulsive leading sector or industry. A growth pole is capable of rapid growth and of generating growth through spillover and multiplier effects in the rest of the economy"—***Johnston.***

প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বের প্রবক্তা **পেরক্সের** মতে—প্রবৃদ্ধি মেরু হল একটি অর্থনৈতিক পরিসর যা বিকাশকেন্দ্র বা মেরু হিসাবে কাজ করে এবং যেখান থেকে কেন্দ্রাভিগ শক্তি উদ্ভূত হয় ও যেখানে কেন্দ্রাতিক শক্তি আকর্ষিত হয়।

"..as a field of forces, economic space consists of centres (or poles or foci) from which centrifugal forces emanate and to which centripetal forces are attracted"–***F. Perroux.***

❑ প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বের পূর্বশর্ত (Pre-Condition of Growth Pole Theory) ঃ

এই তত্ত্বে তিনটি পূর্ব শর্তের কথা বলা হয়েছে। যথা—

i) **পরিকল্পিত অঞ্চল ঃ** অঞ্চলটিকে অবশ্যই পরিকল্পিত হতে হবে। যেখানে পরিকল্পনামাফিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করা হবে।

ii) **সম্পদের প্রাচুর্য ঃ** অঞ্চলটিতে জল, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকবে।

iii) **সমগোত্রীয় বস্তুর অবস্থান ঃ** অঞ্চলটিতে অবস্থিত বস্তুসমূহের মধ্যে সমগোত্রীয়তা থাকতে হবে।

❑ প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Growth Pole Theory) ঃ

i) **গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহের অবস্থান ঃ** যে স্থানে শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় উপাদানের প্রাধান্য বেশি সেখানে শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটে এবং একটি শিল্প স্থাপনের সাথে সাথে অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য দেখা দেয়। যেমন—দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের প্রধান শিল্পের পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে।

ii) **কেন্দ্রবিন্দুর অধিক আকর্ষণ ক্ষমতা ঃ** শিল্পের প্রাধান্যের কারণে সেই অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়ন দেখা যায়। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়ে কয়েকটি বিশেষ স্থান বা বিন্দুতে অধিক কেন্দ্রীভূত হয়।

iii) **বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিস্তার প্রবণতা ঃ** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব পরবর্তীতে কেন্দ্রবিন্দু থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

তত্ত্বটির মূল বিষয় (Main Theme of The Theory) :

প্রবৃদ্ধি বিন্দুর সাপেক্ষে আঞ্চলিক বৃদ্ধি (Regional growth in respect to growth points) :

এটি লক্ষ্য করা গেছে অর্থনৈতিক বিকাশ সমগ্র অঞ্চলের ক্ষেত্রে সমান হারে হয় না, বরং একটি নির্দিষ্ট মেরু (বা বিন্দু) বা কিছু সংখ্যক কেন্দ্রের চারিদিকে অধিক হারে ঘটে থাকে এবং অন্যান্য কেন্দ্রসমূহ অনুন্নত বা পশ্চাদশীল থেকে যায়। এই মেরুতে প্রায়শই প্রধান শিল্প (Key Industry) বিকাশলাভ করে থাকে। যারা অধিক পরিমাণে বা বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন কার্য করে থাকে। এর চারিপাশে সংযুক্ত শিল্পসমূহ বিকাশলাভ করে থাকে। এই শিল্পসমূহের সাথে প্রধান শিল্পের আন্তঃসম্পর্ক থাকে, যাদেরকে প্রভাবিত শিল্প (Affected Industries) বলা হয়। এই শিল্প থেকে প্রধান শিল্পগুলি হয় উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে বা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে থাকে। মূল শিল্পগুলি স্বয়ংক্রিয়, বৈমানিক, কৃষি নির্ভর, বৈদ্যুতিক, ইস্পাত, পেট্রোকেমিক্যাল ইত্যাদির মতো নানান ক্ষেত্র হতে পারে। শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে তার আরো বিস্তার হতে থাকে। যার প্রভাবে অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। এভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পুঞ্জিভবন এবং মাত্রাগত বিস্তারের কারণে আঞ্চলিক উন্নয়ন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

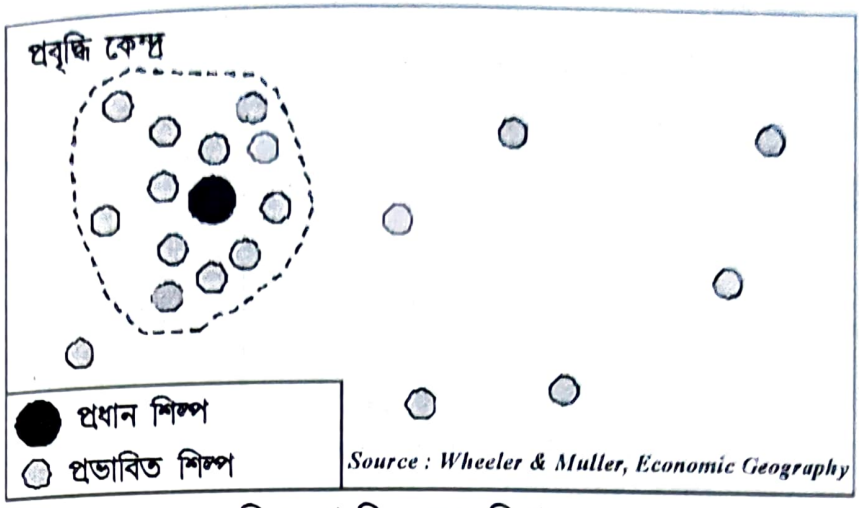

চিত্র : প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রর বিন্যাস

এর পরবর্তীকালে প্রবৃদ্ধি বিন্দু (Growth point) অঞ্চলের পুঞ্জিভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে গৌণ প্রবৃদ্ধি বিন্দু (Secondary growth point) গঠিত হয়। এভাবে প্রবৃদ্ধি বিন্দু ক্রমশ বৃহৎ ও বহুমুখী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ সমগ্র অঞ্চলের উন্নয়ন হতে থাকে।

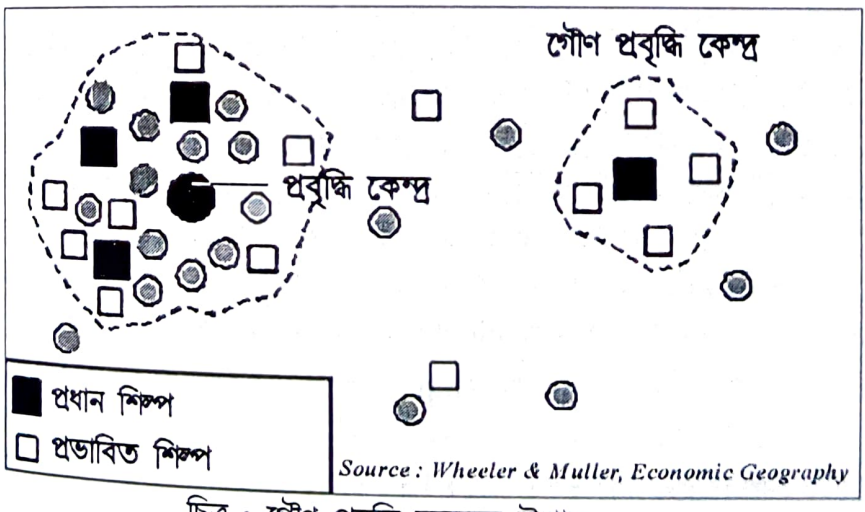

চিত্র : গৌণ প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রের উত্থান

➤➤ প্রবৃদ্ধি বা বিকাশ প্রক্রিয়া (Growth Processes) ঃ

আঞ্চলিক বৈষম্য আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, যার চুঁইয়ে পড়া প্রভাব এবং মেরুকরণ প্রক্রিয়ার (trickle down fore & polarization process) মাধ্যমে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

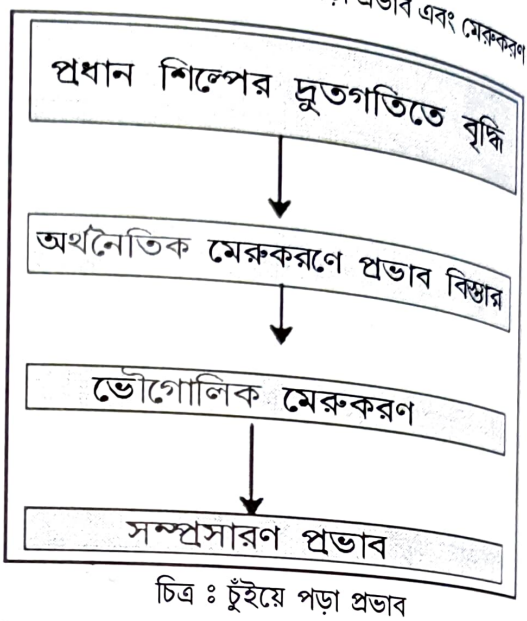

চিত্র ঃ চুঁইয়ে পড়া প্রভাব

1) চুঁইয়ে পড়া বল (Trickle Down Force) ঃ

বৃহৎ কেন্দ্র থেকে ছোট ছোট কেন্দ্র পর্যন্ত উন্নয়নের সুফলগুলি পরিস্রাবন বা চোঁয়ানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কাজ করে। যথা—

i) আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য।

ii) পশ্চাদপদ অঞ্চলে মূলধনের স্থানান্তর।

iii) হিন্টারল্যাণ্ড থেকে গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্র পর্যন্ত শ্রমিকের অভিবাসন এবং ছদ্ম বেকারত্বের শোষণের কারণে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

2) মেরুকরণ প্রক্রিয়া বা মেরুবিন্দুর আকর্ষণ (Polarization Processes) ঃ

কোনো অঞ্চল যখন শিল্প বলয় বা চলমান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তখন সেখানে দ্রুত উন্নয়ন দেখা যায়। ফলে এরূপ অঞ্চলে নানান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একত্রীকরণ বা পুঞ্জিভবন হতে থাকে। এর সাথে সাথে ঐ স্থানে কেন্দ্রবিন্দুর সংখ্যাও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যেমন—

i) অর্থনীতি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত,

ii) অর্থনীতি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত,

iii) অর্থনীতি শিল্প বহির্ভূত কিন্তু নগর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

তবে **হার্সম্যানের** মতে, নিম্নলিখিত কারণে এই মেরুকরণ প্রভাব দুর্বল হতে পারে। যথা—

i) হিন্টারল্যাণ্ডের শিল্পসমূহের প্রবৃদ্ধি মেরুর শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হতে পারে।

ii) প্রবৃদ্ধি মেরুতে বিনিয়োগের আরো ভালো সুযোগ থাকায় বিনিয়োগকারীরা পশ্চাদপদ হিন্টারল্যাণ্ডের তুলনায় প্রবৃদ্ধি মেরুতে বিনিয়োগের জন্য অধিক প্রলুব্ধ হয়।

iii) এটি তার শ্রমশক্তির সর্বোত্তম অংশ থেকে সরে যেতে পারে। ফলে ছদ্ম বেকারত্ব শোষণের পরিবর্তে প্রবৃদ্ধি মেরু প্রক্রিয়া হিন্টারল্যাণ্ডের দিকে ঝুঁকতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে চুঁইয়ে পড়া পদ্ধতি মেরুকরণ প্রক্রিয়াতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এভাবে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। পরে ধীরে ধীরে তা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। **গ্লাসনের** মতে, প্রবৃদ্ধি মেরুর গতিশীল চলমান গুণাবলী আশেপাশের ক্ষেত্রের মধ্যেই বহির্মুখে সঞ্চারিত হয়, যাকে **ছড়িয়া পড়া (Spread effect)** প্রভাব বলে। তাই যে অঞ্চলগুলিতে প্রবৃদ্ধি মেরু থাকে না তা ক্রমশ অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে, যা **'Economic Backword Zone'** হিসাবে পরিচিত।

❑ পেরক্সের ধারণার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (Important Features of Perroux's Theory) ঃ

পেরক্সের ধারণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আধিপত্যের মাত্রা এবং তার পরিবর্তনের প্রবণতার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক পর্যালোচনা। তাঁর তত্ত্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিবর্তনশীল পরিচালনসাধ্য শিল্প (Dynamic Propulsive Firm) এবং মুখ্য পরিচালনসাধ্য শিল্প (Leading Propulsive Firm)।

» **পরিবর্তনশীল পরিচালনসাধ্য শিল্প (Dynamic Propulsive Firm) ঃ**

এই শিল্পের মূলত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকে পরিচালনা করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু তার মাত্রা বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এরূপ শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল—

i) এরূপ শিল্পসমূহ তুলনামূলকভাবে বৃহৎ হয়।
ii) এই শিল্পের উদ্ভাবনের উচ্চ ক্ষমতা রয়েছে।
iii) এগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।
iv) অর্থনীতির অন্যান্য খাতের সাথে এর আন্তঃ সম্পর্কতার গুণমান এবং তীব্রতার প্রভাব এদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

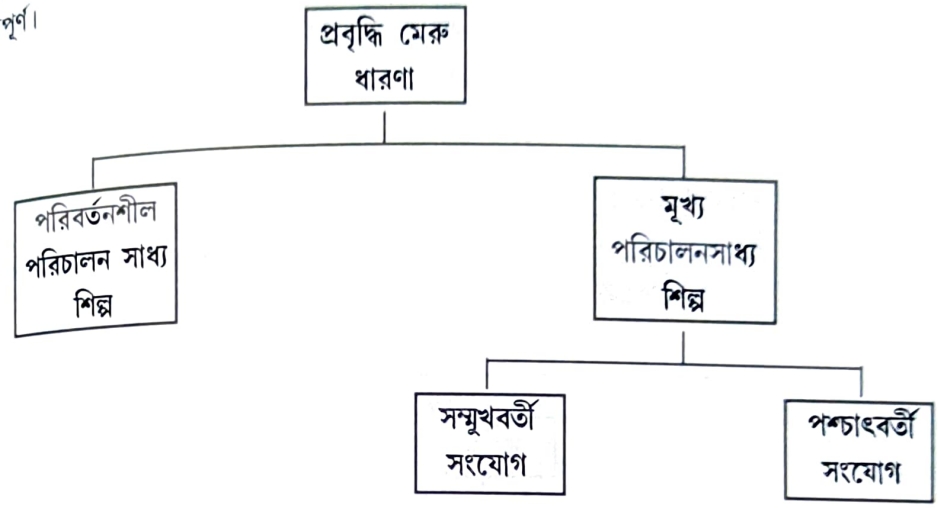

» **মুখ্য পরিচালনসাধ্য শিল্প (Leading Propulsive Firm) ঃ**

এক্ষেত্রে শিল্প কেন্দ্রটি মূলত তার উৎপাদন ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করবে। এরূপ শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল—

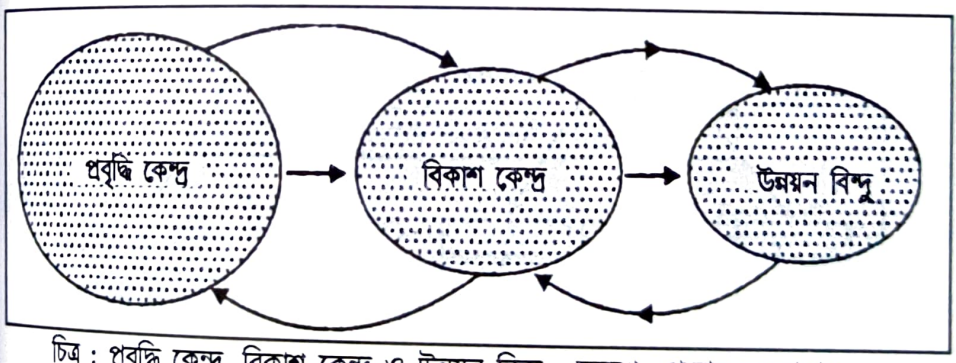

চিত্র : প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র, বিকাশ কেন্দ্র ও উন্নয়ন বিন্দু : সম্মুখ পশ্চাদ সংযোগের

i) প্রযুক্তি ও পরিচলন দক্ষতার উচ্চ উন্নয়ন স্তর।
ii) তার পণ্যগুলির জন্য চাহিদার উচ্চ আয়ের স্থিতিস্থাপকতা।
iii) স্থানীয় মানের গুণক প্রভাব চিহ্নিতকরণ।
iv) অর্থনৈতিক সমাবেশের ক্ষেত্রে এই শিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
v) অন্যান্য খাতের সঙ্গে আন্তঃশিল্প সংযোগ স্থাপন।